ঝিনাইদহে কাবাডি ও দাবা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসুচি ২০২৪-২৫ এর আওতায় ঝিনাইদহে কাবাডি, দাবা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক আয়োজিত এ প্রতিযোগিতা গতকাল রোববার বিকালে জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কোটচাঁদপুরের জালালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ আক্তার জাহানের সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শামসুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, কোটচাঁদপুর উপজেলার ৬টি স্কুল দুটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ শেষ অফির্সাস ক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) জান্নাতুন মাওয়া সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, মডেল থানা (তদন্ত) ওসি স্বপন কুমার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, দৌড়া ইউনিয়ন

চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহাক আলী, মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মইন উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাশার প্রমুখ।

সে সময় বক্তারা বলেন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এখন জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনষঙ্গ, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং নানারকম সেবা পেতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন যেমন জরুরী তেমনি জাতীয় পরিচয় পত্র থাকা সব নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। এ ছাড়াও জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনে বিশেষ ভুমিকা রাখায় ইউনিয়ন পরিষদ, সচিব ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক,উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য, পরিষদের সচিব, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ।

কোটচাঁদপুরে পিকাপভ্যানের ধাক্কায় মটরসাইকেল আরোহী নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকাপভ্যানের ধাক্কায় ইমন হোসেন (১৯) নামের এক মটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়ে হাসপাতালের শয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন উচ্ছাস বিশ্বাস নামের আরেক আরোহী। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কোটচাঁদপুর – কালিগঞ্জ সড়কের বিস্কুট ফ্যাক্টরির সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

ইমনের চাচাত ভাই আব্দুল্লা বলেন, ইমন আর উচ্ছাস মামাত ফুফাত ভাই। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মটরসাইকেল নিয়ে ওই দুই জন বেড়াতে বের হয়। বাড়ি ফেরার পথে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের বিস্কুট ফ্যাক্টরীর সামনে, তারা পৌছালে পিছন থেকে পিকাপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে করে গুরুতর আহত হয় ওই দুই জন।

তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে যশোর নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় যশোর

হাসপাতালে মারা যায় ইমন হোসেন (১৯)। সে কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাশিপুর এলাকার আব্দুর রশিদের ছেলে। ইমন কাশিপুর কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র ছিলেন। এ ছাড়া সে ওয়ার্ড ছাত্র দলের সভাপতি ছিলেন বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে উচ্ছাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নিয়ে তাঁর স্বজনরা। তাঁর অবস্থায় আশংকাজনক। বর্তমানে সে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। উচ্ছাস যশোরের চৌগাছা থানার স্বরুপ দহ গ্রামের শওকত আলী ছেলে। সে বিদেশ প্রবাসী ছিলেন। এদিকে ইমনের মৃত্যুতে শোকের মাতম চলছে ওই পরিবারে। শোক বইছে কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে ও।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শাহ মোহাম্মদ আজিজ বলেন, আমি ডিউটিতে আসার পর থেকে এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ বা জিডি করে নাই।

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের ভুল অপারেশনে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

চিকিৎসকের ভুল অপারেশনে ঝিনাইদহে প্রাইভেট ক্লিনিকে রিফাত (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আবার সেই রোগীকে রাজশাহী মেডিকেলে পাঠোনো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তার স্বজনরা।

গত শুক্রবার (৪ অক্টোবর) ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার ঢাকা ল্যাব নামে একটি ক্লিনিকে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের পর তার মৃত্যু ঘটে। রিফাত হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দরিবিন্নি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র এবং একই উপজেলার সড়াবাড়িয়া গ্রামের বাদশা মুন্সির ছেলে। অভিযোগ উঠেছে, মৃত্যুর পরে রিফাতের নিথর দেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ নিয়ে রিফাতের স্বজনরা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যাথা নিয়ে গত (৪ অক্টোবর) শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে রিফাত ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার ঢাকা ল্যাব নামে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়। ভর্তির পর তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক ডাঃ রেজা সেকেন্দার রিফাতের অপারেশন করেন। অপারেশনের কিছুক্ষন পর রোগীর খিঁচুনি শুরু হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এদিকে পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে স্বজনদের সান্তনা দিতে মৃত রোগীকে ডাঃ রেজা সেকেন্দার প্রথমে কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। রাজশাহী নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানান তিনঘন্টা আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

ক্লিনিকের একটি সূত্র জানায়, অজ্ঞানের চিকিৎসক ডাঃ অপূর্ব রিফাতকে অজ্ঞানের পর তার কার্ডিয়াক ফেল করে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রিফাতের পিতা বাদশা মুন্সি শনিবার রাতে জানান, তার ছেলে অপচিকিৎসার শিকার হয়েছেন। তিনি এর বিচার চান।

এলাকার ইউপি মেম্বর আল আমিন জানান, রিফাত এবার এসএসসি পরীক্ষা দিত। কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র নম্র এই ছিলেটি ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার বলি হয়েছেন। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের কসাই খ্যাত চিকিৎসক রেজা সেকেন্দারের বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ঢাকা ল্যাবের ম্যানেজার আসিফ মিয়া ও মালিক আশরাফুজ্জামান লিপনসহ সবাই এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ জানান, স্কুল ছাত্র রিফাতের মৃত্যুর সংবাদ শুনার পর ওই ক্লিনিকটি বন্ধ করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বেশির ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমঝোতার ভিত্তিতে ঘটনা মীমাংসা করে ফেলান। তাই শক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় না। এর আগে একাধিক রোগীর মৃত্যুর পর ডাঃ রেজা সেকেন্দার নিজেই আর অপারেশন করবেন না বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি একের পর এক অপারেশন করে যাচ্ছেন। এর আগে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছেও ডাঃ রেজা সেকেন্দার আর অপারেশন করবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছিলেন বলে সিভিল সার্জন জানান।

ঝিনাইদহে বিজেপি’র লিফলেট বিতরণ

ঝিনাইদহে দলের কর্মকান্ড প্রচারণা ও যোগদান করতে লিফলেট বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংহতি।

আজ রোববার (৬ আক্টোবর) দুপুরে শহরের পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, হাটের রাস্তা, কেসি কলেজ এলাকা, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, আরাপপুরসহ বিভিন্ন স্থানে এ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংহতি কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হারুন-অর-রশিদের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। সেসময় যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ পারভেজ লিখন, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা বিজেপির প্রধান সমন্বয়ক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলা, জাতীয় যুব সমিতি ঝিনাইদহ জেলা শাখার আহ্বায়ক আবদুর রহিম কাকন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শামীম রেজা, বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সমাজ ঝিনাইদহ জেলা শাখার আহ্বায়ক তাকবীর মির্জা পাভেল, সদস্য সচিব এ আর আকাশ বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

লিফলেট বিতরণ শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংহতির আহ্বায়ক হারুন-অর-রশিদ বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপি গত ৫ বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে সৎ, মেধাবী, তরুণ সমাজকে রাজনীতিতে সক্রিয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপিতে যোগদান করে দেশ গড়ার এই কাজে আমাদের পাশে থাকুন। তিনি আরও বলেন, রাজনীতি বাঁচলেই বাঁচবে দেশ,তরুণরাই আগামীর বাংলাদেশ।

সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের

আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হলেন মনিরুজ্জামান

ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান মনিরুজ্জামান লিংকন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিভাগে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী শেষে স্থানীয় বারে ২০০২ সালে আইনপেশা শুরু করেন।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আইনজীবী হিসাবে আইন পেশায় যুক্ত হন।

হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে তিনি জনগুরুত্বপুর্ন একাধিক মামলা পরিচালনা করেন। বেবি ফুড, পিএইচডি জালিয়াতি, পথ শিশু পুর্নবাসনসহ একাধিক মামলা তিনি সফলভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি মানবাধিকার ও গুম বিষয়ক বিসিন সপ ও সেমিনারে অংশ গ্রহন করে পুরস্কৃত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সর্বোচ্চবিচারালয় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তার এ অর্জনে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

শিক্ষায় নতুন সামাজিক অঙ্গীকার এ প্রতিপাদ্য কোটচাঁদপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি পালনে শনিবার সকালে র্যালি ও আলোচনা সভা করেন শিক্ষকরা।

কোটচাঁদপুর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে এ আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন,সহকারী কমিশনার ভূমি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) জান্নাতুল মাওয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ফারুক আহাম্মেদ।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার সঞ্চয় কুমার, উপজেলা আথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম, কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর সরকারী মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, শেখ মোজাফফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিযার রহমান,বড় কামনসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক বাবুল হোসেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কবীর হোসেন। এর আগে উপজেলা চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়। পরে র্যালিটি বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিন করেন।

কোটচাঁদপুরে আদম দালাল ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আদম দালাল ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বিচার চেয়ে ভুক্তভোগী পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছে।

আজ শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২ টার সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তন এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ পাঠ করে শোনান সৌদি আরব গিয়ে প্রতারণার স্বীকার মোঃ শরিফুল ইসলাম শরিফ পিতা মৃত দাউদ হোসেন। তিনি বলেন মোঃ রইফুল ইসলাম পিতা মৃত আবু তাহের, মোঃ শরিফুল ইসলাম পিতা মৃত আবু তাহের আমরা সকলেই চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার শ্যামপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা গ্রামের সহজ সরল মানুষ। একই গ্রামের সৌদি প্রবাসী আমার আপন চাচাতো ভাই মোঃ ইব্রাহিম ওরফে পিন্টু পিতা মৃত সামছদ্দীন প্রবাসে থাকেন। সেই সুত্রে তার

ছোট ভাই প্রভাবশালী আওয়ামীলীগ নেতা মোঃ ইসমাইল হোসেন ওরফে বাবু, গ্রাম শ্যামপুর, শ্বশুর শাহাদত, পিতা অজ্ঞাত শ্যালক আল আমিন পিতা শাহাদত একই থানার বেগমপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় এই চক্র আমাদের অধিক বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে সৌদি আরব নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে সুচতুর সৌদি আরব প্রবাসী ইব্রাহিম তার আপন ভাই আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল ওরফে বাবু সহ ঘনিষ্ঠ লোকজন তৎকালীন সময় দলীয় প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্ষমতার দাপটে প্রতারণা করে বিদেশে পাচার করতেন। ভয়ে প্রতিকার চাইতে পারিনি কেউ।

আমাদের ভুক্তভোগী পরিবার গুলোর বাড়িতে এসে সু কৌশলে বিভিন্ন সময় বুঝাতো এরা। বলতো দেশে ইনকাম করে ভালো ভাবে বসবাস করা সম্ভব না। কয়েক বছর সৌদি আরব দেশে কাজ করে আসলে জীবনে আর কিছু করতে হবে না। সারাজীবন সুখের সাথে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে বসবাস করতে পারবে। এভাবেই সুখের সন্ধান দিয়ে অধিক বেতনের প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের পরিবার কে রাজি করায়। তাদের এই সুচতুরতা না বুঝে সরল বিশ্বাসে আমরা আমাদের পরিবার কে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন স্থান থেকে ঋণের টাকা নিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সহায় সম্বল সবকিছু বিক্রি করে ২০২৩ সালের নভেম্ববর মাসে জনপ্রতি সাড়ে ছয় সাত ও আট লক্ষ টাকা করে নিয়ে জাল জালিয়াতি করে সৌদি আরব দেশে পাঠিয়ে দেয়। সৌদি বিমানবন্দর পৌঁছে যাওয়ার পর ইব্রাহিম আমাদের নিয়ে যায়।আমাদের নিকট থেকে পাসপোর্ট নিয়ে একটি ঘরে আটকে রাখে।আটকে রেখে কাগজ পত্র ঠিক করে কাজ দিবে বলে আশ্বস্ত করে। এভাবেই কাগজ পত্রের কাজ চলমান আছে হাতে পেলেই কাজে যোগদান করানো হবে বলে ইব্রাহিম জানান। দিন যায় মাস যায় আর কতোদিন কাজ বাদে এই গুপ্ত ঘরে আটক থাকবো জানতে চাইলে বলেন সময় লাগবে আরও কাগজ পত্র ঠিক করতে।বাড়ি ফোন দিয়ে বলো খাওয়ার টাকা পাঠাতে বিকাশ নম্বরে। এভাবেই আটকে রেখে দেশ থেকে বিকাশ নম্বর টাকা পাঠিয়ে দিয়েও আমাদের মুক্তি না দিয়ে কাগজ পত্র ঠিক ঠাক করার অজুহাতে দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।বাড়ি থেকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েও দেওয়া হতো না খাবার। যখনই খাবারের টাকার প্রয়োজন হতো বাসায় ফোন দিতে দেওয়া হতো। বিদেশের মাটিতে কে শুনবে আমাদের কান্নাকাটি। ইব্রাহিম এবার কৌশল করে প্রবাসী সহযোগীদের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় চুরি করে কাজ করিয়ে আবার গুপ্ত ঘরে নিয়ে আটকে রাখতো সৌদি প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে।কাজের টাকা উঠিয়ে নিয়ে নিতো ইব্রাহিম। এভাবেই প্রায় ১১ মাস ধরে আটকে রেখে চলতে থাকে লুকোচুরি খেলা। আর কত টাকা খাওয়ার জন্য পাঠাবে দেশ থেকে এবং

আমরা কিভাবে দেবো ঋণের টাকা কিভাবে দুমুঠো ভাত তুলে দেবো পরিবারের মুখে।প্রতারনার মাধ্যমে কাগজ পত্র জাল জালিয়াতি করে সৌদি আরব নেওয়ায় আমাদের বৈধ কোন কাগজ পত্র করে না দিয়ে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে কোন বেতন না দিয়ে আবার গুপ্ত ঘরে আটকে রাখতো।এভাবে লুকোচুরি খেলা ১১টি মাস করে চলতে থাকে ইব্রাহিম।জাল কাগজ পত্রের কারনে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ১৮ তারিখে সৌদি প্রশাসন আমাদের আটক করে। সেই দেশের জেল হাজতে নিয়ে যায়। ৯ দিন জেল খাটার পর চলতি বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর সৌদি সরকার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে এই প্রতারক পাচারকারী চক্র প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সৌদি আরব পাঠিয়ে আমাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। কিভাবে মানুষের নিকট থেকে সুদে নেওয়া টাকা সহ এনজিওর টাকা পরিশোধ করবো। আমাদের পরিবার নিয়ে কোথায় যাবো পাওনাদাররা এসে টাকা চাচ্ছে। ইব্রাহিম ও ইসমাঈল সহ তাদের নিকট প্রতারণা করে নেওয়া টাকা ফেরত চাইলে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে বলছে কেস মামলা করে কি করবি। টাকা তোদের দেবো না।

এই প্রতারক মানবপাচারকারীদের দৃষ্টান্ত মুলক বিচার চাই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট। সেই সাথে দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের মাধ্যমে।

কোটচাঁদপুরে জামায়াতের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (৫অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে শহরের দুধসারা রোডে আল ফালাহ ইসলামি সেন্টার ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা কার্যালয়ে উপজেলা জামায়াতের আমীর মোঃ আজিজুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি প্রফেসর মোঃ শরিফুল ইসলাম এর পরিচালনায় জামায়াতের মিডিয়া সম্পাদক মোঃ শাহাবুদ্দিন খান এর সঞ্চালনায় এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর মহেশপুর ঝিনাইদহ ৩ আসন থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ঝিনাইদহ জেলা নয়েবে আমির অধ্যাপক মোঃ মতিয়ার রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর আজিজুর রহমান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোঃ মতিয়ার রহমান বলেন আপনারা সাংবাদিক জাতির দর্পণ। বিগত সৈরশাসন আমলে আপনাদের কন্ঠরোধ করা হয়েছে। সত্য তুলে ধরলেই সাংবাদিকদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের সহ খুন গুম করা হয়েছে। এখন থেকে আপনারা সত্যটা তুলে ধরবেন আপনাদের সাথে আমরা আছি। আপনাদের সাথেই থেকে সমাজ থেকে মাদক চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী দূর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের কে উৎখাত করা হবে। আপনারা আমাদের সাথে থাকলে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা হলে সমাজ থেকে সকল দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোয়াবিয়া হোসাইন, উপজেলা বায়তুলমাল সম্পাদক মোঃ রেজাউল ইসলাম সহ কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বৃন্দ।

এখনও ফ্যাসিবাদের দোষরদের দখলে ঝিনাইদহ পৌরসভা!

কাঙ্খিত সেবা মিলছে না ঝিনাইদহ পৌরসভায়। ছাত্র জনতার আন্দোলনের পর নতুন বাংলাদেশে এখনো ঝিনাইদহ পৌরসভার বহাল তবিয়তে চাকরী করছেন ফ্যাসিবাদের দোষররা। ঝিনাইদহ পৌরসভার সাধারণ নাগরিকরা মনে করেছিলেন নতুন বাংলাদেশে হয়ত তারা কাঙ্খিত সেবা পাবেন কিন্তু পৌরসভার নাগরিকরা এখনো সেই সেবা পাচ্ছেন না। সেবা নিতে গিয়ে এখনো পদে পদে দিতে হচ্ছে ঘুষ আর হতে হচ্ছে হয়রানি। আগের মতই এখনো সেবা নিতে দিতে হচ্ছে বাড়তি টাকা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এখনো বহাল তবিয়তে চাকরী করছেন চেক জালিয়াতি মামলার আসামি, নৌকা প্রতিক নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন করা ঝিনাইদহ পৌর সভার প্রশাসনিক কর্মকর্তা চাঁদ আলী। এছাড়াও পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কামালের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও গত ১৫ বছর ধরেই কিন্তু এখনো আছে বহাল তাবিয়াতে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইজিবাইক চালক বলেন, গত বছর অতিরিক্ত

টাকা দিয়ে ইজিবাইকের লাইন্সেস করেছি। এই বছর আবার ইজিবাইকের লাইসেন্স করতে গিয়ে আগের মত ঘুষ দাবি করা হচ্ছে। এই জন্য আর ইজিবাইকের লাইন্সেস করি নি।

রহিম নামের এক বাসিন্দা বলেন, এক হাসিনার পতন হয়ে কোন লাভ নেই। হাসিনার অনুসারীরা অনেকেই এখনো পৌরসভায় চাকরি করছে। আগের মতই এখনো সিন্ডিকেট তৈরি করে নাগরিকদের হয়রানি করেই যাচ্ছে। পৌরসভা থেকে ফ্যাসিবাদের দোসরদের এখনই বিতাড়িত করতে হবে।

এদিকে আনারুজ্জামন আজাদ নামের এক নাগরিক, পৌরসভার প্রধান প্রকৌশলী কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে গত ১৮ আগস্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, ঝিনাইদহ পৌরসভার বিতর্কিত নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কামাল উদ্দীন দীর্ঘ ১৮ (আঠারো) বছর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মনোনীত বিনা ভোটে মেয়রের তত্ত্বাবধানে অবৈধ ভাবে পৌরসভার রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ না করে বিনা ভোটের মেয়রের সাথে যোগ সাজস করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। ইতিপূর্বে সাধারণ জনগণ কোন অভিযোগ কারার সাহস পায়নি। পৌরসভা পরিদর্শন করে দেখা যায় দীর্ঘ ১৮ (আঠারো) বছর সরকারের বরাদ্দকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের ও এডিবি এর কোটি কোটি টাকার কোন কাজ হয় নাই। একটু বৃষ্টিতে শহরের পানি নিষ্কাশন হয়না। এছাড়াও বাজারের মধ্যের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ।

রাশেদ নামের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, মশার উৎপাতে এলাকার মানুষ নাজেহাল। পৌরসভা থেকে মশক নিধনের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হলেও তার কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না। শহরের বিভিন্ন এলাকার সড়ক বাতিগুলো এখনও নষ্ট হয়ে আছে। এছাড়াও অভিযোগ আছে সড়কের বাতি কেনার জন্য ব্যাপক টাকা আত্মসাৎ করেছে কর্মকর্তারা। দ্রুত এসব দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারের সমর্থকদের পৌরসভা থেকে বিতারিত করা হোক। তবেই নতুন প্রজন্মের স্বাধীন বাংলাদেশের সুফল পাবে বাসিন্দারা।

অভিযোগের ব্যাপারে প্রকৌশলী কামাল হোসেন বলেন, যেসব অভিযোগের কথা বলছেন তার কোন সত্যতা নেই। নিয়ম মেনেই সকল কাজ করা হয়। আর কাজ করার নির্দেশ দেন পৌরকর্তৃপক্ষ। আমাদের কিছুই করার নেই।
এ ব্যাপারে পৌরসভার প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, পুর্বে কি হয়েছে তা আমি বলতে পারব না। পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার পর

থেকে কোন প্রকার অনিয়ম করার সুযোগ নেই।